শতদল

ঋষি অরবিন্দের ১৫০ তম জন্ম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন

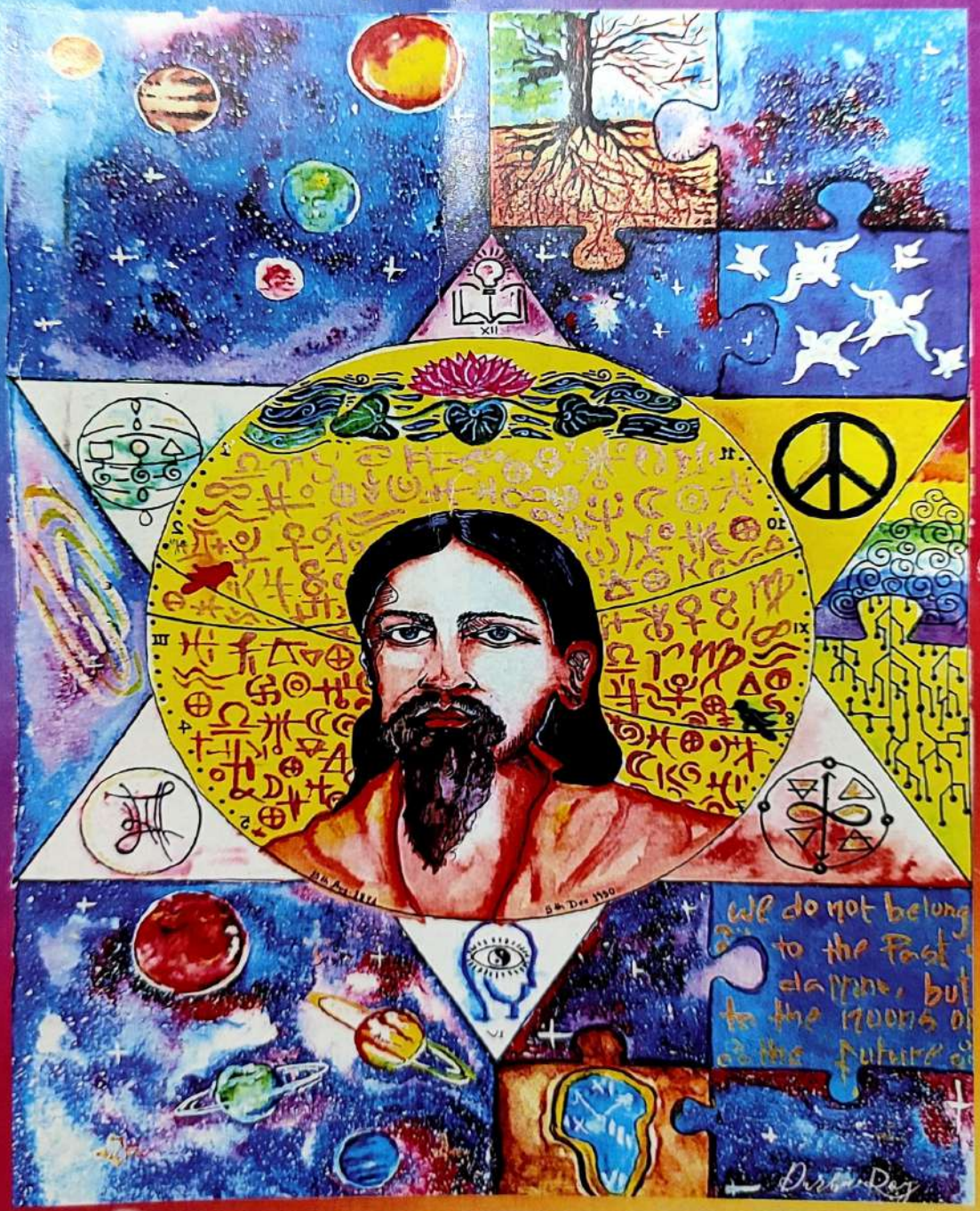

কান্দী রাজ কলেজ ● ছাত্র-সংসদ ঃ ২০১৯-২০

কান্দী রাজ কলেজ পত্রিকা

শতদল

কান্দী ★ মুর্শিদাবাদ

স্থাপিত ঃ- ১৯৫০

ছাত্র সংসদ : ২০১৯-২০২০

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ অবকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা-জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
সেই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

বার্ষিক সংকলন : ২০১৯-২০২০

KANDI RAJ COLLEGE

SOUMITRA CHATTOPADHYAY

1935 TO 2020

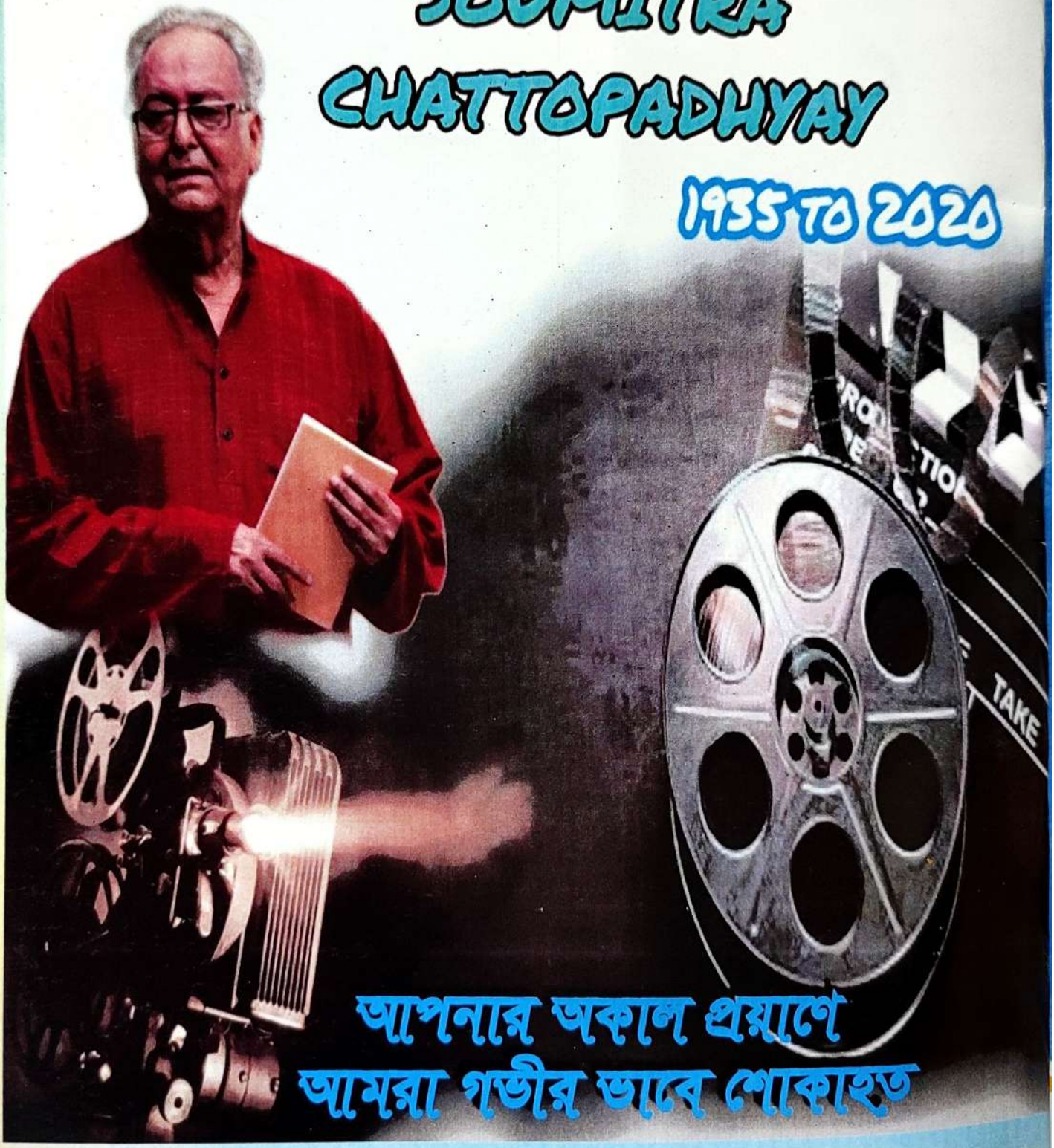

আপনার অকাল প্রয়াণে
আমরা গভীর ভাবে শোকাহত

Apurba Sarkar
Member
West Bengal Legislative Assembly

P.O.-Kandi
Dist.-Murshidabad
Mobile :- 9434336091
e-mail : sarkar.apurba.sarkar@gmail.com

Date .....

MESSAGE

I am glad to know that "Chhatra Samsad" of Kandi Raj College is going to publish a Cultural Annual Magazine, *"SATADAL"*.

To enrich cultural aspects among all students of the College, I hope, this endeavour will immensely encourage them.

I wish a grand success of the souvenir.

(APURBA SARKAR)
Member
West Bengal Legislative Assembly

Apurba Sarkar
Member
West Bengal Legislative Assembly

SUB-DIVISIONAL OFFICER
&
SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE
KANDI - MURSHIDABAD

KANDI - MURSHIDABAD (W.B.)
Phone office : (03484) 255221 /255418
Fax Office : (03484) 255905
Phone Resi. : (03484) 255261
Fax Resi. : (03484) 255906
E- mail : sdo.kandi@yahoo.com

Date : 20

To,
The Principal
Kandi Raj College,
Kandi, Murshidabad

It is of immense pleasure to me to learn that the annual magazine, "SATADAL", is going to be published by the students of Kandi Raj College.

I convey my congratulations to all concerned and wish for great success of the magazine.

Naveen Kumar Chandra, IAS
Sub Divisional Officer
Kandi, Murshidabad
Sub-Divsional Officer
Kandi, Murshidabad

Office of the Board of Councillors of
Kandi Municipality
P.O.- Kandi, Dist.- Murshidabad
(West Bengal)

S.T.D. Code - 03484
Ph. No.- 257348
Mail ID: chairmankandimunicipality@gmail.com
kandimunicipality@yahoo.com
Only Whatsapp No.: 9734967766

Date .....

-ঃ শুভেচ্ছাবার্তা ঃ-

কান্দী রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের বার্ষিক পত্রিকা "শতদল" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হলাম। শিক্ষার আলোকছটায়, আগামী দিনে ছাত্র সংসদের গঠন মূলক প্রচেষ্টা আরো গতি লাভ করুক এবং শতদলের মতো প্রস্ফুটিত হোক সবার মাঝে এই কামনা করি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা-সহ

(জয়দেব ঘটক)
সভাপতি
কান্দী পৌরসভা

সভাপতি
কান্দী পৌরসভা

রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

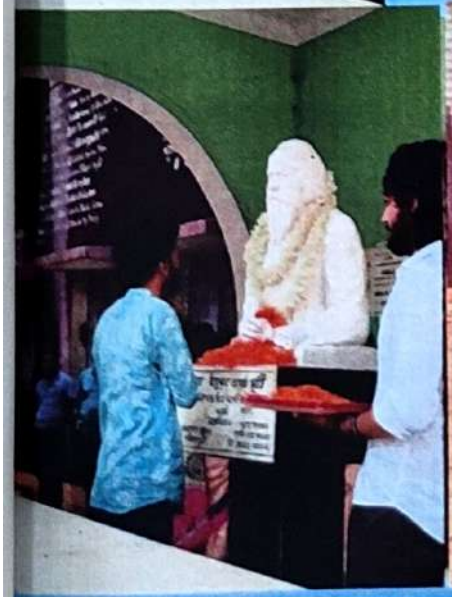

কলেজ গেটে ছাত্র সংসদের আন্দোলন

কবিতা

শুভ নববর্ষ

○ শিউলী সাহা
বি.এ. প্রথমবর্ষ (বাংলা সাম্মানিক)

রাতের অন্ধকারে ডায়রি হলো সাক্ষী
তাই আজ কলমকে করলাম পক্ষী।
পাঠিয়ে দিলাম বাতাবরণ,
নতুন বছর নতুন দিন
তাই ছোটো বড়ো সবাই মিলে
আমার–
প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা নিন।
সকাল আমায় দেইনি সময়
রাত্রি এখন আমার ডায়রিতে
নতুন বছরের শুভেচ্ছা দিলাম,
জানিয়ে দিও বাড়িতে।
রাত্রি এখন আঁধার কালো
স্তব্ধ হয়েছে কলমে,
তাই রাত্রি আমায় লিখতে শেখায়,
ভাবতে শেখায় আনমনে।

অনুভূতির বিবর্তন

○ মন্দিরা দাস
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ

কোনো এক বিকেলের মিষ্টি রোদে
হেঁটেছিলাম অনেকটা পথ।
শীতের বিকেল, ঝরাপাতা মাড়িয়ে
হেঁটেছি আর শুনেছি মাইলস্টোন।
পথের ধারের এক ভেঙে পড়া নিমগাছে ঠেস দিয়ে
কাটিয়েছি সেই বেলাটুকু।।
সে অনেক আগের কথা।
আজ আবার হেঁটেছি সে পথে।
একই রোদে, একই ভাবে।
তবে নিমগাছটাকে আর খুঁজে পাইনি।
নুয়ে পড়া শরীরটা বেঞ্চিতে এলিয়ে,
মোর লাগা চোখে দেখলাম চারপাশটা।
নতুনত্বের ভীড়ে আগের অনুভূতিটা
হাতড়ে বেড়ালাম।
বেলা কেটে গেল ঠিকই।।
কিন্তু অনুভূতিহীন অন্তঃসারশূন্য হয়ে ফিরে গেলাম।

শীতের আভাস

○ অনিকেত রায়
বি.এ. প্রথমবর্ষ (বাংলা সাম্মানিক)

ভোরের আকাশে কুয়াশা মিশেছে
সকালে শিশির ঘাসে,
আবছা আলোর টলমলে রোদ
সোনা ঝাড়াই নীল আকাশে।
মায়াবী ওই আলোর শিখায়
সজ্জিত সুন্দর প্রকৃতি,
সকাল সাঁঝে আবছা আকাশ
আমি ভীষণ ভালোবাসি।
দুপুর এখন সবার মাঝে
চলছে হেসে খেলে,
শীতের রোদে শরীর জুড়ায়
চাদরে গা ঢেকে।
বিকেল হলে পাখিরা চলে
আপন আপন বাসায়,
গাছগুলো আর তেমনি করে
থাকে না হাওয়ার আশায়।
গোধূলি আলোর রক্ত আভা
আসে না নদীর তীরে,
রামধনু রং যায় না দেখা
শীতের আভাস তরে।
মধ্য রাতে ক্লান্ত আকাশ
ঘুমিয়ে পড়ে আনমনে,
মেঘের গল্প মনে পড়ে
শীতের ভোরের স্বপনে।
সকাল হলে বৃষ্টির ছলে
টুপটাপ শিশির পড়ে,
ঘুমের ঘোর কাটে না কারো
শীতের কাঁথা ছেড়ে।

বন্ধু তোমায় বলছি

○ কাকুলি বায়েন

হঠাৎ করে তুমি কেন
বাসছো আমায় ভালো
তাই, দেখবে আমি হঠাৎ করে
হারিয়ে যাবে অনেক দূরে।
সেদিন তুমি অনেক খুঁজে
পাবেনা আমায় তোমার পাশে
তাই বন্ধু আমি, তোমায় বলছি
আর বেসোনা ভালো
তোমার কপাল আমার চেয়ে
প্রদীপ-এর থেকেও আলো।
দুঃখে ভরা জীবন আমার
কষ্টে ভরা মন
তাই পড়ে আছি শেরপুরে
আমায় দেখছো সারাক্ষণ।

তিন বোন এক ভাই আমরা
নেইকো পাকা বাড়ি
অনেক কষ্টে থাকি আমরা
হিংসার জ্বালায় মরি।
নিজের লোকেও হিংসা করে
চাই ছুঁড়ে ফেলিতে
মনের কষ্ট বলিনা তাই
তোমায় বলছি অনেক ভেবে
তুমি যেন তুচ্ছ ভেবে
ছিঁড়ে ফেলোনা মোরে
তাই বন্ধু আমি তোমায় বলছি
আর বেসোনা ভালো

কাছ থেকে নয়, দূর থেকে তোমায় দিতে চা
আমার বুকের আলো।

প্যালামী

○ সুরজিৎ দাস
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ

সোম থেকে শনি অবধি
শুধু পড়া পড়া, সহ্য করা
দাই যে বুঝি, এত ঝামেলা
শনি বারটা কেটেই গেল
কালকে আসছে রবিবার।
রবিবারে স্কুল ছুটি,
নেইকো যে আর পড়া
খেলবো শুধু মজার খেলা
এ পাড়া ও পাড়া।
রবিবারে সকাল হতেই
খেয়ে দেয়ে
ঘুরি নিয়ে যাবার আগেই
মা বলিল, আজ ছুটি বলে
তোর, নেইকো কী আর পড়া
খাবার বেলায় খাচ্ছে শুধু
যাচ্ছে, এ পাড়া ও পাড়া।
খাবার খেয়ে, ঘরে বসে
একলা মনে পড়
নইলে তোকে বন্ধুরা সব
করে দেবে পর।
মায়ের কথা মনে না করে
ওমনি দিলাম যে এক ছুট
সারাদিন খেলা করে
সন্ধে বেলায় বাড়ি ফিরে
বাবা লঅঠি নিয়ে পিঠে আমায়
ওমনি দিলো যে এক ঘা
বললে আমায় বই নিয়ে বস
তোর কিচ্ছু খাবার নেই
খাবার বেলা খাচ্ছে শুধু
পড়ার বেলায় নেই।
কিন্তু, ছেলে আমার স্কুল যায়
প্রত্যেকদিন, পড়া না করিয়া
কখনো কী গুরুমশাই
দেয়না ওকে ঠ্যাঙ্গায়া।
পাড়ার লোকে ভাবছে, ছেলেটা
পড়াতে খুব ভালো
কিন্তু মা, বাবা ভাবছে আমার ছেলেটা
কোন বন্ধুর পাল্লাই পড়ে
জলে ডুবে গেল।
মনে বড়ো আশা ছিল
চাকরি করবে ছেলে আমার
হবে কত বড়ো।
কিন্তু ওর যে ওই পাগলামীতে
সবই মুছে গেল।

মেঘের কান্না

○ মন্দিরা দে
বি.এস. সি. তৃতীয়বর্ষ

দূরে আকাশে মেঘের বুকে, কে যেন খুব জোরে আঘাত করে
তার বুক ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যায়
সে গর্জন করে ওঠে
চিৎকার করে সে তার কষ্টটা ব্যক্ত করতে চায়
বাতাস বয়ে চলে নিজের তীব্র গতিতে
একের পর এক মেঘগুলোতে ধাক্কা লাগে
মুহূর্তের জন্য চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ে।
গাছগুলি বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে নৃত্য করে।
ঈশান কোণ থেকে কৃষ্ণাভ মেঘ ছুটে আসে
আকাশকে ঢেকে দেয়
এগিয়ে আসে ভেঙে যাওয়া মেঘগুলোর গায়ে প্রলেপ দিতে
ভাঙা মেঘের কষ্টটা যেন ও নিজের করে নেয়
পৃথিবীর কেউ বোঝেনা তাদের বেদনা
ওদের অশ্রু এসে পরে পৃথিবীর বুকে
ওর কান্নায় চারিদিকটা ভিজে যায়
ধূলিকণা জমাট বাঁধে।

ও নিজের অশ্রু দিয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত ধুইয়ে দেয়
গাছগুলো স্নান করে, প্রকৃতি মেতে ওঠে
ভেজা মাটির গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ধূলিকণা কাদায় পরিণত হয়।
ভিজে সিক্ত পাখিগুলো জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকে তার বাসায়
পুকুরের মাছগুলো আনন্দে উঠে আসে জলের উপরে
পরিবেশটা কারও কাছে মধুময় লাগে, কেউ হয়তো বিরক্ত বোধ করে
মেঘের চিৎকার শুনে কারা যেন ভয়ও পায়
কিন্তু এরা কেউ বুঝতে পারে না
ওর গুমরে গুমরে ওঠা কান্নার মধ্যে কত যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে
গর্জনের মাধ্যমে ও ওর কষ্টটা প্রকাশ করতে চায়।

দিন-দুপুরে

○ অর্ঘ্য ধর
বি.এ. প্রথমবর্ষ (বাংলা সাম্মানিক)

আকাশ ছোঁয়া মাঠের ধারে
গনগনে রোদ হাল্কা ছাড়ে।
কেউ কোথাও নেই, রাস্তা ফাঁকা
টিকিয়ে চলে গাড়ির চাকা।
হঠাৎ হাওয়া আসলো উড়ে
চলরে পালাই দিন-দুপুরে।
বাঁশ বাগানে শব্দ ওঠে
দুপুর বেলা যাসনে মাঠে।
শ্যাওড়া গাছের ঝুপসে জলে
ঠ্যাং দুটো কার দুলছে তালে।
গাঁয়ের শ্মশান খানিক দূরে
চলরে পালাই দিন-দুপুরে।
মজা পুকুর ভয় তরসি
অথৈ পাতাল সর্বনাশী।
ঘাটলা ভাঙা জলের টানে
ভয়ের কাহিনী সবাই জানে।
দাঁড়াস সবাই রাস্তা জুড়ে
চলরে পালাই দিন-দুপুরে।

মারণরোগের সম্মুখে

○ নাসিরা খাতুন
বি.এ. প্রথমবর্ষ (ভূগোল সাম্মানিক)

সুস্থ শরীরে বাঁধিয়াছে আজি অসুখের দানা
কতই না কল্পনায় বিভোর হইয়া মেলেছিলাম
মোরা রঙিন ডানা
সাজ সাজ রবে কাটিয়াছিলাম কতই না নিশি
মারণরোগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিলিতেছে না
কোনো ঔষধের শিশি।
মহাজনেরা কটি বাঁধিয়া করিতেছে বাণিজ্য,
হে মূর্খরা - কেন বুঝিতেছ না একদিন পতন
হইবে তোমাদের সাম্রাজ্য।
বিলাসিতা করে নাও যত পারো ততদূর,
তবে মনে রেখো হেনকালে ফুটিবে না
তোমার জীবনের রোদ্দুর
শত সম্পত্তির লোভে মোরা উন্মাদনায়
লঙ্ঘন করিয়াছি মানবতার বিশ্বাস,
তারই প্রতিশোধে প্রকৃতি আজি রুদ্ধ
করিয়াছে আমাদের জীবনের নিঃশ্বাস।
সৃষ্টিকর্তার আদেশে আজি পাল্টে ফেল
বর্তমানের চিত্র,
তবেই সন্তুষ্টিয়া বিধাতা বিশ্বভুবনে ফেলিবেন
তাঁহার নেত্র।।

অভিমান

○ নাসিমা খাতুন
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ

শুরুটা বেশ সুন্দর ছিলো,
ভাবতাম হয়তো এবার ভালো থাকবো আমি !
হা হা থাকলাম আর কই।।

মেঘ জমে হৃদয় আকাশে,
চোখের ভিতর বৃষ্টি ঝড়ে !
এবার মনে হয় তাকে ধরে রাখার সাধ্য নেই !!

সে শুধু আমার, চোখের জলের আড়ালে হাসতেই দেখেছিল,
একবারের জন্যেও মনের কথাগুলো শুনতেও চাইনি !
যন্ত্রণারই আগুন নীলে,
পুড়ছি যে বোঝেনি তা !!

অভিমানে চুপটি করে,
এসেছি তাই দূরে সরে !!
যাচ্ছি চলে অনেক দূরে !
বোঝাতে চেয়েও পারিনি বোঝাতে, লুকোনো কথা !

হয়তো মুঝে যাবে সব,
মুছে যাব তুমি আমি !
ঝাপসা হয়ে যাবে সব স্মৃতি !
হ্যাঁ, এবার মুক্তি !!

খুচরো গুচ্ছিত সম্বল দিয়ে অল্পতেই যে,
প্রেম কিনেছিলাম, সে প্রেম আমাকে ধরে রাখতে পারেনি !!

সাধ জাগে

○ পর্ণা মণ্ডল
বি.এ. প্রথমবর্ষ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাম্মানিক)

পারিনি দিতে কিছুই
তবু সাধ জাগে মনে।।
দিতে ইচ্ছা করে দামি উপহার
কিন্তু তাতে কী !
যে জিনিস দিয়ে আনন্দ নেই
আছে শুধু অর্থের লোভ !

নিয়েছি তোমাদের কাছে বুকভর
ভালোবাসা
কই সেটা তো অর্থের পরিমাপ করা যায় না!
দিতে সাধ জাগে
শুধু বুকভরা ভালোবাসা আর প্রেম।।
অনন্ত প্রেম...
ফুরাই না যে প্রেম,
সেই প্রেমের আশায় আছি
পাবো কবে, বুঝব কবে !!!

কাঙাল বেশে আছি শুধু প্রেম নিতে
বদলে দেবো অনন্ত প্রেম...
দিতে সাধ জাগে !!!

আমি নারী

○ বিউটি দাস
বি.এ. প্রথমবর্ষ

আমি নারী, আমি কারোর পত্নী,
কারের ভগিনী, কারোর বাবা জননী।।
আমি নারী,
আমি অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারি,
নিজের জীবন তুচ্ছ করি
নতুন জীবন গড়ি।।
আমি নারী,
সমাজের কল্যাণে অসুর বধ করি,
আমি কখনো মন্দাকিনী,
কখনো বা দুর্গেশ নন্দিনী।।
আমি নারী,
আমি নই শুধু পুরুষের ভোগদানকারী,
আমি কখনো শিক্ষিকা, কখনো লেখিকা,
অমি কখনো মাতঙ্গিনী হাজরা,
কখনো হই অলিম্পিকে সেরা।।
আমি কখনো ওকালতি করি,
কখনো ডাক্তারি ভারতমাতাকে বাঁচাতে
কখনো বা দেশের সীমানায় যুদ্ধ করি।।
আমি নারী,
আমিও সব পারি,
আমিও হতে পেরেছি মহাকাশচারী,
এই বদ্ধ চার দেওয়াল ছাড়ি,
মহাকাশ দিচ্ছি পাড়ি।।

যুদ্ধ

○ ইন্দ্র দাস
বি.এ. প্রথমবর্ষ (বাংলা সাম্মানিক)

জীবন মানে যুদ্ধ ক্ষেত্র, এখানে সর্বদা লড়তে হয়
এই যুদ্ধে কেউ বা হারে কেউ বা জয়ী হয়।
জয়ের সাথে ছাত্রের যুদ্ধ, কৃষকের সাথে ধানের
ভালো মানুষ যুদ্ধে জেতে না জয় হয় বেইমানের।
মনের সাথে বিবেকের যুদ্ধ, খারাপের সাথে ভালো
দেশের জন্য যুদ্ধে নেমে বহু সেনা নিজের জীবন দিল।
গরীবের জন্য যুদ্ধে নেমে সে নিজেই বড়লোক হল
গরীব আরও গরীব হয়ে ফুটপাথে পড়ে রইল।
দিনের সাথের রাতের যুদ্ধ, ছোটোর সাথে বড়ো
আসল কথা টাকা থাকলেই
যুদ্ধে জিতবে, না থাকলে হারো।।

জীবন

○ ঈশা ঘোষ
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ

জীবন হল ভবের চাকা,
কোথাও জোয়ার কোথাও ভাটা।
কখনও আবার পূর্ণিমার চাঁদ,
ঘুচিয়ে দেয় সকল অবসাদ।
কখনও আবার অমাবস্যার কালো,
নিভিয়ে দেয় জীবনের সব আলো।
তবে শেষে আমার জীবন,
জানতে চাও সেও আবার কেমন ?
সব মিলিয়ে আমার জীবন
চলছে দেখ সবার মতন।
তুমিও ভালো আমিও ভালো
সবাই আমরা ভারতমাতার কোলের আলো।

মানুষরূপী নরখাদক

○ বিপ্লব পাল
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ (ইংরেজী সাম্মানিক)

ওরে পশু, ওরে রাক্ষস, যাদের কোলে জন্ম নিলি
তারই দেহে লোভ-লালসায়, বিষাক্ত নখের আঁচড় দিলি !
ওরা কি মানুষ ছিল ? নাকি নরখাদক ?
DNA টা ল্যাবে পাঠিয়ে, সেটার একটা পরীক্ষা হোক।
মা গো, আর কতকাল তোমার মেয়েরা সশরীরে জ্বলবে
'নিরাপত্তা চাই' বলে শুধু মিথ্যা প্রতিবাদ তুলবে ?
কোন সে মায়ের সন্তান ছিল সে ?
যে চুষে খেয়েছে রক্ত,
নখে আর দাঁতে আঁচড় কেটে
পুড়িয়ে মেরেছে জ্যান্ত।।
চিৎকার করে বাঁচতে চেয়েছে, দেয়নি পশুরা বাঁচতে।
উল্লাসে ওরা মত্ত ছিল তাকে ভোগ করতে।।
তবুও ছিল বাঁচার সাধ, তখনও মরে যায়নি–
রাক্ষসরা সব আগুন ধরালো, বাঁচতে তাকে দেয়নি।
স্বর্গের দুর্গা দশভূজা, দশ হাতেই তাঁর অস্ত্র
মর্তের দুর্গার শূন্য দু'হাত ! তাই হরণ হয় বস্ত্র !
কোন সে পিতার ছেলে ছিল সে ?
এমন শিক্ষা কার ?
অনেক হয়েছে শারীরিক অত্যাচার
সময় এসেছে রুখে দাঁড়াবার।
ধর্ষকদের ঝোলা ফাঁসিকাঠে
নয়তো পুড়িয়ে মার।

সত্যের সম্মুখীন শ্রেয়

○ অদিতি দাস
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ (ইংরেজী সাম্মানিক)

কাগজে কলমে নিজের মুখোমুখি হই,
নিবের খোঁচায় স্মৃতি ফিরিয়ে আনি।
অন্তর কাপুরুষ-বীরপুরুষ চেঁচায়–
"সত্যের সম্মুখীন শ্রেয়"–এ কথা মানি।

সাদা কাগজ তো নয়, এ যেন এক দর্পণ,
'মায়াবী স্বচ্ছতা'র গহন, গভীর ধার–
প্রতিবিম্বটিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে,
জমাট বাঁধা অতীতের, কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার।

মনের যত পুরানো ক্ষত, সুপ্ত ক্ষত যত,
ফিনকি দিয়ে 'স্মৃতি তরল' ছুটছে অবিরত,
নিজের নিকট কবুল করা গোপন অন্ধকার,
বিবেকের খাতায় লিপিবদ্ধ নিগূঢ় এজাহার।

দিনকে দিন প্রতিদিন স্মৃতি চাবুকের ধার,
চেতনায় জমা কালশিটে গুলোর ব্যর্থ হাহাকার।
ত্রস্ত হয়, বিচলিত হয় ক্ষুব্ধ হয় আর–
জীবন যখন মৃত্যু শমন, নেই কোনো পারাপার।

জীবন যতক্ষণ জেগে রয়, অঢেল দেখা শোনা–
ততক্ষণ স্মৃতি নদীর অবাধ আনাগোনা।
ততদিন নিবের খোঁচায় স্মৃতি ফিরিয়ে আনি,
"সত্যের সম্মুখীন শ্রেয়" –একথাটি মানি।

A Woman

○ **Nadin Parvez**
B.A. 3rd Year (English Hons.)

Today I meet a woman.
very normal and innocence.
Full of compassionate and patience.
I know a woman
Whom I call Mother,
I know a woman
Whom I call Sister,
I meet a woman
Who endures all such pain.
Who has a deep sense of Admiration.
I know a woman
Who instruct me how to struggle,
Who teach me how to behave,
Who encourage me not to afraid.
A woman who embrace her children,
A woman who hold the entire family,
A woman who maintain the society,
A woman who is the Mirror of the Nation.

মা

○ **ঝর্ণা পাল**
বি.এ. প্রথমবর্ষ

পৃথিবীর সব থেকে বড়ো সম্পদ মা
তাই তাঁকে কখনো কষ্ট দিওনা।।
মায়ের থেকে বেশি কেউ
করবে না গো আদর
সবসময় গায়ে জড়িয়ে রাখে
ভালোবাসার চাদর।।
মায়ের চোখে তুমি নয়নের মনি,
যতই করোনা কেন খুনসুটি-দুষ্টুমি।

জীবনের মানে

○ **মিনসার আলী**
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ (ইতিহাস সাম্মানিক)

এ জীবন থেমে থাকে না
কারো জন্য চলতে থাকে তার নিজস্ব গতিতে,
কেউ থাক বা না থাক এ জীবনে
তবুও কত আশা বাঁধে এ মনে
কত মানুষের আনাগোনা হয়
এই হৃদয়ে।
কেউ থেকে যাবে চিরতরে
কেউ বা হারিয়ে যাবে
সময়ের সাথে সাথে
তারপরও কি জীবন থেকে থাকে ?
বারবার ভাঙ্গা-গড়ার মাঝেও ফিরে
সবাই নতুন করে
জীবন সাজানোর স্বপ্ন দেখে।

বসন্ত উৎসব

○ **মৌপ্রিয়া কর**
বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

বসন্ত উৎসবের আক্ষরিত অর্থ হল
বসন্ত উৎযাপন। বাংলা পঞ্জিকা
অনুসারে ফাল্গুন ও চৈত্র হল দোল
উৎসবের ঋতু। এই ঋতুতে পলাশ,
শিমুল প্রভৃতি ফুল ফোটে। বাংলায়
বসন্ত উৎসব উৎযাপন শুরু হল বোলপুরের
শান্তিনিকেতনে। বসন্ত উৎসব দোল
পূর্ণিমার দিন পালিত হয়। এই
অনুষ্ঠানটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্রছাত্রীর সকালে শোভাযাত্রা বাহির
করে। দোল বা বসন্ত উৎসবকে
সামনে রেখে বিভিন্ন জায়গায়
অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

আজব দুনিয়ার নিয়ম

○ ফায়েজা সুলতানা
বি.এ. তৃতীয়বর্ষ

হায় ঈশ্বর,
এ কেমন দুনিয়ার মানুষজন
কারো আছে ভরি ভরি টাকা,
আবার কারো পকেট ফাঁকা
এ কেমন দুনিয়া,
কারো পড়নে লাখো টাকার কাপড়
আবার কারো জোটে না ছেঁড়া প্যান্ট
ওহে ঈশ্বর,
তুমি হেথা যাও
ক্ষানিক দাঁড়াও...
আমার প্রশ্ন যে আছে আরও বাকি
কেমনে কহিব তোমায় এই মনের কথা
তুমি তো অন্তরজামী, জানত সবই
তবুও কেন বুঝিয়া বুঝোনা !
কেন পরিবর্তন করোনা
এই দুনিয়ার আজম নিয়মাবলী
এ কেমন দুনিয়া...
যেথা নাই নারী পুরুষের সমান অধিকার
যেখানে নারী সমাজ অবহেলিত, বিপদগ্রস্ত, লজ্জিত
এ আবার কেমন দুনিয়া
যেথা করে পুরুষেরা দাদাগিরি
আর, নারীরা থাকে ঘরে চুপটি করে বসি।
ওহে পুরুষগণ...
কীসের অত অহংকার ?
অনেক তো করেছ জ্বালাতন
এবার ধরো নৌকার পাটাতন
ওহে মূখ্য মানুষজন...
জানো না তো কিছুই
কেন তৈরী করেছ
এই দুনিয়ার আজব নিয়মাবলী।

জননী আমার মা

○ আরফিনা খাতুন
বি.এ. প্রথমবর্ষ (দর্শন সাম্মানিক)

জননী ধন্য আমি জন্ম তোমার কোলে,
দেখিলাম এই পৃথিবী আমি তোমার কোলে দুলে
ধন্য গো মা চরণ তোমার ধন্য বাংলা ভূমি
পৃথিবী ধন্য তোমার কাছে, আমার কাছে ধন্য তুমি
সূর্য্য দেখিলাম, চাঁদ দেখিলাম, আরও দেখলাম আকা
সবচেয়ে মা ভালো ছিল তোমার হাসিগুলি
ছোটবেলায় খেলতে গিয়ে মাখতাম কত ধুলি
আদর করে নিতে কোলে ঝেড়ে ধুলোগুলি
ভালবাসায় হাত বাড়িতে ডাকতে যখন তুমি
তোমার মুখের বাণী শুনে যেতাম আমি ঘুমিয়ে
ঘুম ভাঙিয়া উঠিতাম যখন দিতে মাগো খেলা
আমায় খুশি করতে তুমি সাজাতে ছোটবেলা
পৃথিবী যদি যাই গো ভুলে ভুলব না কো তোমায়
জানিয়ে গেলাম বাংলা ভূমি দেখিয়ে দিব তোমায়
দয়ার সাগর তুমি মাগো এই পৃথিবী জুড়ে
তোমার কাছে নেই কো কষ্ট, নেই কো জানা শুধু
শান্তি
জননী ধন্য আমি জন্ম তোমার কোলে
দেখিলাম এই পৃথিবী তোমার কোলো দুলে।।

প্রবন্ধ

কলেজে আমার প্রথম দিন

○ নুরবানু খাতুন, বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

আমার জীবনে কলেজের প্রথম দিনটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল জীবনে থাকাকালীন আমার বড় দাদা ও দিদির কাছ থেকে কলেজ সম্বন্ধে অনেক মন্তব্য শুনেছি। তখন কলেজ সম্পর্কে আমার সবকিছুই ছিল অজানা। আমি খুব গুরুত্ব সহকারে অপেক্ষা করেছিলাম, কলেজ জীবন শুরু করার জন্য। আমি কান্দি শহরের অন্তর্গত কান্দি রাজ কলেজে ভর্তি হলাম। আমি নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম। আমি আমাদের স্কুলের চারপাশে যা দেখেছিলাম, তার থেকে কলেজের চারপাশটি ছিল অনেক ভিন্ন। অনেক অনেক অচেনা, অজানা মুখের দেখা পেলাম। আমার কলেজ জীবনে প্রথম দিনে আমার কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কলেজের প্রোগ্রামগুলি উপভোগ করতে গিয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি কলেজে কোন ইউনিফর্মের সীমাবদ্ধতা নেই, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে চলাচল করছে। আমি কিছু নতুন বন্ধু পেয়ে খুব খুশি এবং তাদের সঙ্গে ঘুরে কলেজের চারপাশটা দেখেছি। কলেজের জমকালো লাইব্রেরী দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। যেখানে প্রতিটি বিষয়ের বই পেতে পারি। আমি আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ক্লাসের সময়সূচী লিখে রাখলাম এবং ক্লাসে উপস্থিত হলাম। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিল আমার কাছে অজানা। কলেজের পরিবেশ ও স্কুলের পরিবেশের মধ্যে আমি তফাৎ খুঁজে ে পেয়েছি। তাই আমি বলতে পারি যে, কলেজ জীবন আনন্দ ও স্মৃতির একটি সুন্দর মিশ্রণ। আমার প্রথম দিন থেকেই কলেজে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আনন্দে ভরা। কলেজ জীবন ছাত্র জীবনের একটি আদর্শ অংশ, যা কখনো ভোলার নয়।

বক্রেশ্বর

○ অন্বেষা সিংহ, বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

বীরভূমের বক্রেশ্বর হল একান্ন পীঠের সতীপীঠ। এই বক্রেশ্বর-এর অবস্থান হল বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে ২২ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে। বক্রেশ্বর-এর প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবণের স্নানাগার আছে। বক্রেশ্বরের মূল আকর্ষণ হচ্ছে উষ্ণ প্রস্রবণ। এই উষ্ণ প্রস্রবণ কিন্তু মাটির তলা থেকে আসে। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এই বক্রেশ্বরে অনেক ধরণের কুন্ড সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– কোনোটার নাম পাপহরা গঙ্গা, বৈতরণী গঙ্গা, বৈতর কুন্ড, অগ্নী কুন্ড, সূর্য্য কুন্ড। সবথেকে অগ্নিকুন্ডের তাপমাত্রা বেশী ৮৮-৯৯ পর্যন্ত। এই কুন্ডের জলে সোডিয়াম, হিলিয়াম, পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট ও সালফেট পাওয়া যায়। ব্রহ্মান্ড পৌরানী অষ্টাবক্রের একটি কাহিনীর কথাও শোনা যায়।

কিছু আশা

চন্দন চ্যাটার্জী, কোষাধ্যক্ষ, কান্দী রাজ কলেজ

মুর্শিদাবাদের কলেজগুলিকে যদি গঙ্গার দু'পাড়ের মধ্যে ভাগ করা যায় তাহলে গঙ্গার এই পাড়ের কলেজগুলির মধ্যে কান্দী রাজ কলেজ হল সবচেয়ে বড় কলেজ। দেখতে দেখতে এই কলেজের বয়স হয়ে গেল বাহাত্তর বছর। যত বয়স বাড়ছে তত বেশি করে যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর পিছনে প্রাক্তন ছাত্র এবং শিক্ষাকর্মী বর্তমান কান্দির পৌরপিতার অবদান সবথেকে বেশি। দশ বছর আগেও কলেজের যে গ্রন্থাগার বিভাগ প্রস্তর যুগের ছিল বর্তমানে গ্রন্থাগারিকদ্বয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় তা আধুনিক গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার অপর পাড়ে যত বৃহদায়তন কলেজ আছে (কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজ, শ্রীপৎ সিংহ কলেজ) তাদেরকে টেক্কা দিয়ে আমাদের গ্রন্থাগার বিভাগ এগিয়ে থাকবে। সমস্ত রকম Hard Task আমাদের গ্রন্থাগারিকদ্বয় করেছেন ও করে থাকেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষ, পৌরসভা, বিধায়ক যেহেতু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কলেজের উন্নয়ন মঞ্চে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছেন, সেহেতু তার ফল হবে নিকট ভবিষ্যতে জেলার সেরা কলেজের মধ্যে আমাদের কলেজ যথেষ্ট এগিয়ে থাকবে, এই বাস্তবসম্মত আশা করছি।

প্রবন্ধ

বাবাই আমার সুপার হিরো

○ সামিমা ইয়াসমিন, বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

আমার বাবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা। বাবা হলো সেই ব্যক্তি যার হাত ধরে শুরু হয়েছে জীবনের পথচলা। আমাদের পরিবারের প্রধান আমার বাবা। 'বাবা' শব্দটি এমন যে, বাবা ডাকলেই সব রঙিন মনে হয়। আমরা বাবার কাছে থেকেই শিখেছি কিভাবে হাজারও কষ্টের মাঝে হাসতে হয়, সারাদিন ক্লান্তির রও যার মুখে থাকে না কোনো ক্লান্তির ছাপ। আমার জীবনে প্রথম ব্যক্তি বাবা, যে সকল কর্তব্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-বেদনা, ক্লান্তি ও পরিশ্রম করার পরও হাসিমুখে দিনশেষে সে হয় আমার নিত্যদিনের খেলার সাথি ও পড়ার সাথি। যাকে ঘিরে আমার সকল অভিমান, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-বেদনা, পছন্দ-অপছন্দের একমাত্র সাক্ষী। বাবাই একমাত্র ব্যক্তি যে আমাদের সকল প্রকারের ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করে আমাদের মাথার উপরের ছাদ হয়ে। বাবাই আমার প্রিয় বন্ধু, সুখ-দুঃখের সাথি, খেলা-পড়ার সাথি, আমার প্রেরণা-অনুপ্রেরণার আদর্শ ব্যক্তি, জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র বিশ্বাস ও ভরসার হাত, আমার জীবনের বেস্ট 'সুপার হিরো'।

বাবা ছাড়া আমার জীবনটাই যে শূন্য। 'আমার জীবনের প্রত্যেকটি পদে, ধাপে, প্রত্যেকটি মূহুর্তকে আনন্দকে খুশিকে আমি তোমার সাথে ভাগ করে নিতে চাই, কাটাতে চাই 'বাবা'। তুমি ছায়া হয়ে থেকো পাশে, শক্ত করে আমার হাতটি ধরে।

মানসিকতা

❍ **জুলেখা ইয়াসমিন,** বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

ওহ্ ! আজকের দিনটা খুব গরম। তারপরে আবার ট্রেন এ উঠেছি, আমার মনে হচ্ছে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছি। যাই হোক যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার আর গরমে এতো ভিড়ে লোকাল ট্রেনে ঠেলাঠেলি করে যাওয়া সেই একই ব্যাপার।

কিছুক্ষণ পর ট্রেনটি চলতে শুরু করলো আর সেইখানে অনেক বিক্রেতা বিক্রি করতে এসেছে,

'ও চা চা চা'

'ডিম সেদ্দো মাত্র দশ টাকা'

ওই ট্রেনের মধ্যে দু'জন ভদ্রমহিলা বসে কী সব গল্প করছেন। তাদের মধ্যে একজন তার স্বামীকে নিয়ে আর একজন পাশের বাড়ির মেয়েদেরকে নিয়ে সমালোচনা করছেন। মহিলা দুটিকে দেখে মনে হচ্ছিল ভালো শিক্ষিত কিন্তু এইভাবে পরচর্চা করে তারা কি পাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না।

যাইহোক, ট্রেনে আরও অনেক লোক ছিল তার মধ্যে একটা লোক ভীষনই বড়ো আকৃতির চেহারার। ওজন প্রায় ৮৯ থেকে ৯০ কেজি। এবং পাশে একজন অল্পবয়সি ছেলে এবং মেয়ে গল্প করছে। একটা স্টেশন পার হয়ে গেল এবং ট্রেনের ভিড়টা আগের থেকে অনেকটাই কমে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি হঠাৎ করে সবার দিকে তাকালে দেখি, যে যার ফোনের সাথে ব্যস্ত আমি শুধু সবার দিকে তাকাচ্ছি এবং হঠাৎ করে আমি ও আমার ফোন খোঁজা শুরু করি। তারপরে আমার মনে পড়ে যায় যে, আমি তো স্কুলে পড়ি। আমাকে আমার বাবা, মা তো স্কুলে থাকতে ফোনই কিনে দেয়নি। তখন মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। এবং তারপরে আমি বুঝতেই পারিনি কখন যে আমার চোখটা লেগে আছে। তারপরে হঠাৎ করে একটা শব্দ আমার কানে আসে আর আমার ঘুমটা ভেঙ্গে যায়।

ও মা গো

বলে একটা চিৎকার কানের কাছে শুনতে পাই তারপর চোখটা খুলে দেখি যে, সেই ভীষন বড়ো আকৃতির চেহারায় লোকটা ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছে এবং কিছু লোক তার পাশ দিয়ে উঠে যাচ্ছে আর কিছু লোক নেমে যাচ্ছে আর কিছু লোক সেই ভদ্রলোকটার পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছে। আর কিছু ছেলেমেয়ে আর কিছু লোকজন তাদের ফোনের ক্যামেরাতে ভিডিও করছে। এবং খুব জোরে জোরে হাসছে। কিন্তু এই অসহায় লোকটিকে তোলাতে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। চারিদিকে সবাই লোকটিকে দেখছে এবং যে যার মতো মজা নিচ্ছে।

এইটাই আমাদের সমাজ এবং সমাজের লোকগুলির মানসিকতা।

আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

○ **ঊর্মি ঘোষ,** বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

বাংলা ১২৭১ সনের ৫ই ভাদ্র (১৮৬৪ খ্রীঃ) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার জেমো গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোবিন্দ সুন্দর এবং মাতার নাম চন্দ্রকামিনী। ইনি বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। তিনি ছোট থেকেই একজন দক্ষ ও মনযোগী ছাত্র ছিলেন।

১৮৮১ সালে প্রবেশিকা ১৮৮৬ সালে কলকাতা থেকে M.A. ও ১৮৮৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে P.R.S হন। বিভিন্ন জায়গা থেকে চাকরীর আমন্ত্রণ আসলেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কলকাতার রিপন কলেজের অধ্যাপক হন ও পরে অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন।

শিক্ষক হিসেবে তাঁর খুবই সুনাম ছিল। বর্তমান সমাজকে কু-প্রথা ও কুসংস্কার থেকে দূর করতে তিনি যেমন আগ্রহী ছিলেন তেমনি অপরদিকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারকেই কুপ্রথা ও কু-সংস্কার দূরীকরণের প্রধান উপায় বলে তিনি মনে করতেন। মানুষের মন থেকে কু-সংস্কার প্রথা ও গোঁড়ামি দূর করতে বিজ্ঞান শিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলায় যে প্রথম কাজ আজ থেকে বহু বছর পূর্বে এরূপ ধ্যান ধারণার অংশিদার হওয়া যে কতটা অগ্রগামী ভাবনা চিন্তার পরিচয় সে কথা এযুগে আমাদের কল্পনা করতে অস্বাভাবিক মনে হয়।

আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বাংলা ভাষায় একজন সনামধন্য বিজ্ঞান লেখক। তার পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না এর কারণ হল অবশ্যই উপযুক্ত বইয়ের অভাব। তিনি প্রচুর গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদের বিজ্ঞানচর্চার অনুপ্রাণিত করে তার কোনো মৌলিক আবিষ্কার বা গবেষণা নেই। তবে তিনি লেখনির মাধ্যমেই একজন বিজ্ঞানী ও শাস্ত্রাজ্ঞের মর্যাদা লাভ করেছেন। আমাদের সকলের মধ্যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি দর্শন এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের দূরত্ব বিষয়গুলো সহজ বাংলায় পাঠকের উপযোগী করে তোলেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (১৯০৪), চরিত কথা (১৯০৬), শব্দ কথা (১৯১৩)।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনার আগের ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে জেমো রাজ পরিবারের নরেন্দ্র নারায়ণের কণিষ্ঠ কন্যা দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৮৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর ফলে ২৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সালে ইংরেজি ৬ই জুন ১৯১৯ সালে দেহত্যাগ করেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।

কান্দী রাজ কলেজ উপস্থাপনে অতীশ চন্দ্র সিনহার অবদান

○ সুবর্ণ ঘোষ, বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ

ভারতবর্ষে শিক্ষার অগ্রগতিতে বহু মণীষির অবদান রয়েছে। তারা মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গতে তোলেন। আমি সেইরকমই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বলবো যেটি গড়ে তোলার পিছনে একজন বিখ্যাত মানুষের অবদান রয়েছে। তিনি হলেন অতীশ চন্দ্র সিনহা। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একজন বিরোধী দলনেতা। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার এক ক্ষুদ্র শহর কান্দী যেখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তিনি আমাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন অবদানের মধ্যে একটি হল কান্দী রাজ কলেজ উপস্থাপন। অতীশচন্দ্র সিনহা এবং তাঁর পারিবারিক সদস্য ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে ১৯৫০ খ্রীঃ এই কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫০ খ্রীঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাত্র ৬১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বর্তমানে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই কলেজ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তবে সব শেষে বলতে হয় বর্তমানে আমিও এই কলেজে পাঠরত এক ছাত্রী যা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

বাবা

○ নরোত্তম দে, বি.এ. প্রথমবর্ষ

আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা বাবার, তাইতো সকাল থেকে সারাদিন পরিশ্রম করে তুলে দেয় আমাদের মুখে খাবার। বাবা শব্দ মুখে উচ্চারণ করা খুবই সোজা, গরীব বা মধ্যবিত্ত ঘরের বাবা'রাই জানে বাবা নামের কত বড়ো বোঝা।

ছেলে, মেয়ে ও পরিবারের সখ মেটাতে কিনতে হয় ঘড়ি, মেক-আপ কিংবা বাড়ির বাসন, নিজের জন্য জুতো কেনার ইচ্ছেটাও তখন দিতে হয় বিসর্জন।

আমরা তো অনেক ভাগ্যবান,
জন্মের পরেই দায়িত্ব নিয়েছেন বাবা নামক এক ভগবান।
ভগবানকে খুঁজতে লাগেনা মন্দির, মসজিদ বা গির্জা,
বাবা নামক ভগবান তো আমাদের ঘরেই বাঁধা।
সুখের সময় আমাদের কাছে অনেকেই দেয় ধরা,
দুঃখের সময় কেউ থাকে না, বাবা'র মত ভগবান ছাড়া।

নতুনভাবে রাজ কলেজ

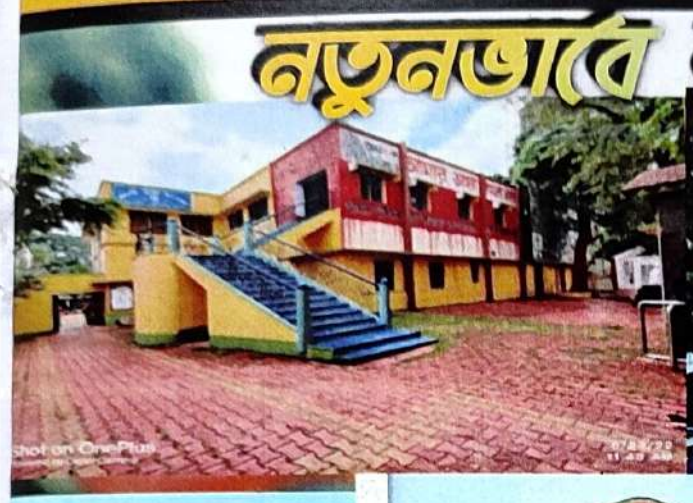

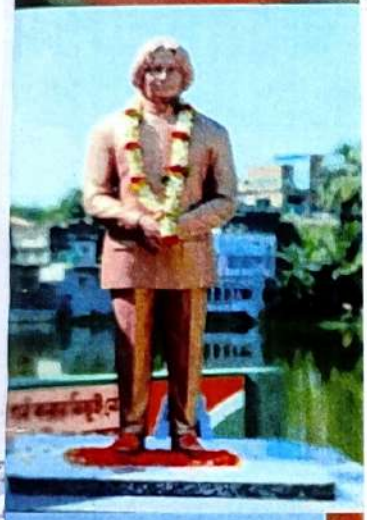

কাশি রাজ কলেজ

শতদল

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ , প্রতিরোধে মুখরিত হবে ছাত্র সমাজ

সাধারণ মানুষ আজ অসহায় , নিরুপায় , জর্জরিত .....